কাব্যগ্রন্থ

দাঁড়াও সুন্দর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

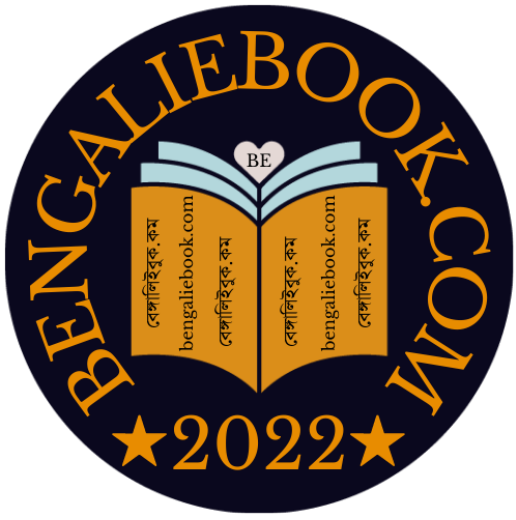

সূচিপত্র

অতৃপ্তি 4
অনেক দূরে 4
অন্যরকম 5
আছে ও নেই 5
আমি নয় 7
উপত্যকার পাশে 9
উৎসব শেষে 10
একটি কথা 11
একটি শীতের দৃশ্য 11
একবারই জীবনে 13
এখন একবার 14
কথা ছিল 15
চরিত্র বিচার 15
চাবি 16
চায়ের দোকানে 17

জন্মান্ধের গান ১৮
তোমাকে ছড়িয়ে ১৯
দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি ১৯
দুই বন্ধু ২০
দেখি মৃত্যু ২১
নদীর পাশে আমি ২২
নাম নেই ২৩
নারী ২৪
নারী ও শিল্প ২৫
নারী কিংবা ঘাসফুল ২৬
নিজের আড়ালে ২৭
নিশির ডাক ২৮
পৃথিবী ও আমি ২৯
প্রেমিকা ৩০
ভালোবাসার পাশেই ৩১
ভুল সময়ে ৩২
মহতের কাছে ৩৩
মায়া ৩৪

মুক্তো..... 34
শরীর..... 35
শহরের একটি দৃশ্য..... 36
শিল্পী ফিরে চলেছেন..... 40
শুয়ে আছি..... 41
সময় খোলেনি..... 42
সিংহাসনে ঘুণ পোকা..... 42
স্বর্গের কাছে..... 43
স্মৃতি..... 44

অতৃপ্তি

বৃষ্টির দিনে আরাম চেয়ারে জানলার পাশে বসবো ভেবেছি
তাও তো পারি না
একজন কেউ বৃষ্টি ভিজতে আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে চলে যাবে
কে? নাম জানি না!
সকালবেলায় দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের কাপেও তৃপ্তি হয় না
হৃদয় ভরে না
একজন কেউ সেই মুহূর্তে বন্যায় ডোবে, অথবা তৃষ্ণা বুকে নিয়ে মরে
বাসনা মরে না–
পাহাড়চূড়ায় বেড়াতে যাবার কতদিন ধরে প্রবল ইচ্ছে
চিঠি লেখালেখি
তখনই অন্য পাহাড়ে কে যেন মেশিনগানের সামনে লুটিয়ে পড়লো হঠাৎ
তার মুখ দেখি।

অনেক দূরে

পরিত্যক্ত মন্দিরের ভাঙা সিঁড়িতে বসে।
দু'এক মুহূর্ত বিশ্রাম
মন্দির কখনো গৃহ হয় না
আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।
গন্ধলেবুর ঝোপে ডেকে ওঠে
তক্ষক সাপ
এ কিসের সঙ্কেত?

যে-আকাশ আশ্চর্য সুন্দর নীল ছিল
এখন সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে শকুন
বাতাস হঠাৎ পাগল হয়ে দাপাদাপি করে–
এ কিসের সঙ্কেত?
আমাকে অনেক দূরে
আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

অন্যরকম

পাহাড় শিখর ছেড়ে মেঘ ঝুঁকে আছে খুব কাছে
চরাচর বৃষ্টিতে শান্ত
আমি গভীর উদাসীন ব্রহ্মপুত্রের পাশে চুপ করে দাঁড়াই
জলের ওপারে সব জল-রং ছবি
নারীর আচমকা আদরের মতন স্নিগ্ধ বাতাস–
এই চোখজুড়োনো সকাল, অদ্ভুত নিথর দিগন্ত
মনে হয় অজানা সৌভাগ্যের মতন
তবু সুন্দরের এত সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ
আমার মন খারাপ হয়ে যায় মনে হয়
এ জীবন অন্যরকম হবার কথা ছিল।

আছে ও নেই

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাগলটি
পৃথিবীর সমস্ত পাগলের রাজা হয়ে
সে উলঙ্গ, কেননা উন্মাদ উলঙ্গ হতে পারে, তাতে

প্রকৃতির তালভঙ্গ হয় না কখনো
পাশেই গম্ভীর ট্রেন, ব্যস্ত মানুষের হুড়োহুড়ি
সকলেই কোথাও না কোথাও পৌছুতে চায়
তার মধ্যে এই মূর্তিমান ব্যতিক্রম, ইদানীং
অযাত্রী, উদাসীন-
মাঝারি বয়েস, লম্বা, জটপাকানো মাথা
তার নাম নেই, কে জানে আমিত্ব আছে কিনা
অথচ শরীর আছে
সুতোহীন দেহখানি দেহ সচেতন করে দেয়
পেটা বুক, খাঁজ-কাটা কোমর, আজানুলম্বিত বাহু
এবং দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ
চুলের জঙ্গলে ঘেরা
পুরুষশ্রেষ্টের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিড়ে, যেন সদর্পে
সন্ন্যাসী হলেও কোনো মানে থাকতো, কেউ হয়তো প্রণাম জানাতো

কিন্তু এই শারীরিক প্রদর্শনী এত অপ্রাসঙ্গিক
টিকিটবাবুও তাকে বধা দেয় না
রেলরক্ষীরা মুখ ফিরিয়ে থাকে
ফিলমের পোস্টারের নারী-পুরুষদের সরে যাবার উপায় নেই
অপর নারী-পুরুষরা তাকে দেখেও দেখে না
তারা পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একটু নিমেষহারা হয়েই
আবার দূরে চলে যায়
শুধু মায়ের হাত ধরা শিশুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে
একটি আপেল গড়ি েযায় লাইনের দিকে-
ঠিক সেই সময় বস্তাবন্দী চিঠির স'পের পাশ দিয়ে
এসে দাঁড়ায় দুটি হিজড়ে

নারীর বেশে ওরা নারী নয়, এবং সবাই জানে
ওদের বিস্ময়বোধ থাকে না
তবু হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়ায়; পরস্পরের দিকে
তাকায় অদ্ভুত বিহ্বল চোখে
যেন ওদের পা মাটিতে গেঁথে গেল
সার্চ লাইটের মতন চোখ ফেরালো পাগলটির শরীরে
সেই অপ্রয়োজনীয় সুঠাম সুন্দর শরীর,
নির্বিকার পুরুষাঙ্গ
যেন ওদের শপাং-শপাং করে চাবুক মারে
সূর্য থেকে গল-গল করে ঝরে পড়ে কালি
এই আছে ও নেই'-র যুক্তিহীন বৈষম্যে প্রকৃতি
দুর্দান্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে
সেই দুই হিজড়ে অসম্ভব তীব্র চিৎকার করে ওঠে-
ধর্মীয় সঙ্গীতের মতন
ওরা কাঁদে,
দু'হাতে মুখ ঢাকে
বসে পড়ে মাটিতে
এবং টুকরো-টুকরো হয়ে মিশে যায়
নশ্বর ধুলোয়
অল্প দূরে, সিগারেট হাতে আমি এই দৃশ্য দেখি।।

আমি নয়

পথে পড়ে আছে এত কৃষ্ণচুড়া ফুল
দু'পায়ে মাড়িয়ে যাই, এলোমেলো হাওয়া

বড় প্রীতি-স্পর্শ দেয়, যেন নারী, সামনে বকুল
যার ঘ্রাণে মনে পড়ে করতল, চোখের মাধুরী
তারপরই হাসি পায়, মনে হয় আমি নয়, এই ভোরে
এত সুন্দরের কেন্দ্র চিরে
গল্পের বর্ণনা হয়ে হেঁটে যায় যে মানুষ
সে কি আমি?
ক্ষ্যাপাটের মত আমি মুখ মচকে হাসি।
ক্যাবিনের পর্দা উড়লে দেখা যায় উরুর কিঞ্চিৎ
একটি বাহুর ডৌল, টেবিলে রয়েছে ঝুঁকে মুখ
ও পাশে কে? ইতিহাস চূর্ণ করা নারীর সম্মুখে
রুক্ষচুল পুরুষটি এমন নির্বাক কেন? শুধু সিগারেট
নেড়েচেড়ে, এর নাম অভিমান? পাঁচটি চম্পক
এত কাছে, তবু ও নেয় না কেন, কেন ওর ওষ্ঠে
দেয় না গরম আদর?
শুধু চোখে চোখ- এটি অলৌকিক সেতু, একি
অসম্ভব চিন্ময়তা
চায়ের দোকানে ঐ পুরুষ নারূ-মূত্যি ব্যাথা দেয়
বুকের বড় ব্যাথা দেয়
ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয় ইদানীং বেড়াতে এসেছে।
মধ্যরাত্রি ভেঙে-ভেঙে কে কোথায় চলে যায়, যেন উপবনে বসন্ত উঃসব হলো শেষ
বিদায় শব্দটি যাকে বিহ্বল করেছে
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে সে এখন দ্রুত উঠে আসে
চাঁদের শরীর ছুঁতে
অথবা স্বর্গের পথ এই দিকে হঠাৎ ভেবেছে
দরজা খুলো না তুমি, দূর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও

ও এখন দুঃখে- নোংরা, দু'হাতে তীব্রতা
এবং কপালে তৃষ্ণা, পর্দাহীন জানলার দিকে
দুই চোখ
মাতালের অসি'রতা মাধুর্যকে ওষ্ঠে নিতে চায়-
অথচ জানে না
গোলূলির কাছে তার নির্বাসন হয়ে গেছে কবে!
দরজা খুলো না তুমি, দুর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও
ও তোমার জানু আঁকড়ে আহত পশুর মতো ছটফটাবে
অতৃপ্তির সহোদর, সশরীর নিষিদ্ধ আগুন
ক্ষমা করো, আমি নই, ক্ষমা করো, দুঃস্বপ্ন, বিষাদ.....

উপত্যকার পাশে

দুঃখ এসে আমার ধরলো উপত্যকারী পাশে
এতদিন তো পালিয়ে ছিলাম
নদীর ধারে যাইনি
যাইনি বকুল গাছের নিচে
শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে
লুকোচুরির খেলায় ওকে ক'বার দিলাম ফাঁকি!
এমনকি এই ভোরের বেলায় রৌদ্র যখন কাঁপে
নারী যখন বৃষ্টি হয়ে
চক্ষু দুটি ধাঁধায়
কোমল বুকে নখের দাগে রক্তে ওঠে তুফান
আমি তখন হর্ষ এবং হর্ষ এবং হর্ষ
নিয়েই ছিলাম

দুঃখ নামে তুড়ি দিয়েছি
মৃত্য যেমন অলীক!

ভুল করেছি, একা এসেছি, হঠাৎ অতর্কিতে
দুঃখ শেষে আমায় ধরলো
উপত্যকারী পাশে।
আমায় এবার বন্দী করে, দুহাত বেঁধে
নেবে বিচার সভায়
হর্ষ এবং হর্ষ এবং হর্ষ আমায় কঠিন শাস্তি দেবে?

উৎসব শেষে

অনেক উৎসবে ছিল আমাদের
ঘোর নিমন্ত্রণ
তাওয়া হয় না। পথগুলি বদলে যায় সকালে বিকেলে।
এমনও হয়েছে আমরা গেছি কোনো
বসন্ত-উৎসবে
ভুল দিনে, ভুল স্থান-সামনে পড়ে ছিল ধুধু মাঠ
তাতেই দারুণ সুখ, ধুলোয় গড়িয়ে
খুব হাসাহাসি হলো
তারপর বাড়ি ফেরা, রোগা একটা রাস্তা ধরে,
অন্ধকারে,
বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে
সমস্ত উৎসব শেষে ফিরে গেছি।
সেই রোগা রাস্তা ধরে

বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে
একা।

একটি কথা

একটি কথা বাকি রইলো, থেকেই যাবে
মন ভোলালো ছদ্মবেশী মায়া
আর একটু দূর গেলেই ছিল স্বর্গ নদী
দূরের মধ্যে দূরত্ব বোধ কে সরাবে।

ফিরে আসার আগেই পেল খুব পিপাসা
বালির নীচে বালিই ছিল, আর কিছু না
রৌদ্র যেন হিংসা, খায় সমস্তটা ছায়া
রাত্রি যেমন কাঁটা, জানে শব্দভেদী ভাষা

বালির নীচে বালিই ছিল, আর কিছু না
একটি কথা বাকি রইলো, থেকেই যাবে।

একটি শীতের দৃশ্য

মায়ামমতার মতো এখন শীতের রোদ
মাঠে শুয়ে আছে
আর কেউ নেই
ওরা সব ফিরে গেছে ঘরে
দু'একটা নিবারকণা খুঁটে খায় শালিকের ঝাঁক
ওপরে টহল দেয় গাংচিল, যেন প্রকৃতির কোতোয়াল।

গোরুর গাড়িটি বড় তৃপ্ত, টাপুটুপু ভরে এছ ধানে
অন্যমনা ডাহুকীর মতো শ্লথ গতি
অদূরে শহর আর ক্রোশ দুই পথ
সেখানে সবাই খুব প্রতীক্ষায় আছে
দালাল, পাইকার, ফড়ে, মিল, পার্টি, নেকড়ে ও পুলিস
হলূদ শস্যের স্তূপে পা ডুবিয়ে
ওরা মল্লযুদ্ধে মেতে যাবে
শোনা যাবে ঐক্যতান, ছিঁড়ে খাবো চুষে খাবো
ঐ লোকটিকে আমি তোদের আগে ছিঁড়ে খাবো।

সিমেন্টের বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে সেই লোকটা
বিড়ির বদলে সিগারেট
আজ সে শৌখিন বড়, চুলে তেল, হোটেলের ভাত খেয়ে
কিনেছিল এক খিলি পান
খেটেছে রোদ্দুরে জলে দীর্ঘদিন, পিতৃস্নেহ
দিয়েছিল মাঠে
গোরুর গাড়ির দিকে চোখ যায়, বড় শান্ত এই
চেয়ে থাকা
সোনালী ঘাসের বীজ আজ যেন নারীর চেয়েও গরবিনী
সহস্র চোখের সামনে গায়ে নিচ্ছে
রোদের আদর
এখনই যে লুট হবে কিছুই জানে না
পালক পিতাটি সেই সঙ্গে-সঙ্গে যাবে
যারা অগ্নিমান্দ্যে ভোগে তারা ঐ লোকটির
রক্ত মাংস খাবে।

আচর্য শঙ্কর, আমি করজোড়ে অনুরোধ করি
আকস্মাৎ এই দৃশ্যে আপনি এসে যেন না বলেন
এ তো সবই মায়া!

একবারই জীবনে

দুই হাতে মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করার বিলাস
প্রথম যৌবনে ছিল।
ভাবতাম,
নদীর আকাশে লঘু মাছরাঙা পাখির মতন
মৃত্যুর দু'ধারে ঘেঁষে ছুটোছুটি
জীবনকে রূপরস দেয়।
বারবার
আমি কি যাইনি সেই মৃত্যুমুখী দক্ষিণের ঘরে?
বাঁধের কিনার থেকে গড়ানো বন্ধুর হাত ধরে থাকা
আন্তরিক মুঠি
যমদণ্ড দেখেছিল।
যৌবনে এসবই খেলা।
যখন মানুষ মরে, একবারই জীবনে মরে,
তারপর আর কোনো খেলা নেই।
আর কোনো অস্পষ্টতা, নদীর কিনারে বসে থাকা নেই।
হঠাৎ বিমান থেকে বাচাল মেশিনগান ফুঁড়ে যায় দেহ
এখন যা শকুন ও কুকুরের ভোগ্য
আর কোনো খেলা নেই।

এখন একবার

সবচেয়ে কী বেশি ভেঙে চুরে, গুঁড়িয়ে
ছন্নছাড়া হয়ে যায়?
স্বপ্ন!
মেঘলা দুপুরবেলা পথে পথে ছড়ানো
দেখতে পাই
ওদেরই ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ।
গাড়ির চাকায় ছোটকানো নোংরা জলের
মতন এক একটা উপলব্ধি
চমকে দেয়
কোনো রাস্তাই কোথাও যায় না, যে যেখানে–
নিসর্গের ফুঁয়ের মতন পাতলা কুয়াশা
বিছিয়ে থাকে নদীর প্রান্তে
যে-নদী বহুদিন দেখিনি, যে-নারীদের
তারাও রূপ ও লবণ্যের
পাশাখেলায় হেরে গিয়ে
সময়ের ফাঁদে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে।
কালপুরুষের থুতনি নেড়ে দিয়ে এখন
একবার ইচ্ছে হয়
হুর-রে বলে চেঁচিয়ে উঠতে।

কথা ছিল

সামনে দিগন্ত কিংবা অনন্ত থাকার কথা ছিল
অথচ কিছুটা গিয়ে
দেখি কানা গলি
ঘরের ভিতরে কিছু গোপন এবং প্রিয়
স্মৃতিচিহ্ন থেকে যাওয়া
উচিত ছিল না?
নেই, এই দুৎখ আমি কার কাছে বলি!
সমস্ত নারীর মধ্যে একজনই নারীকে খুঁজেছি
এ-রকমই কথা ছিল
স্নিগ্ধ ঊষাকালে
প্রবল স্রোতের মতো প্রতিদিন ছুটে চলে যায়
জন্ম থেকে বারবার খসে পড়ে আলো
রাত্রির জানলার পাশে আবার কখনো হয়তো
ফিরে আসে
ফুটে ওঠে ছোট্ট কুন্দ কলি।
তবু ঘোর ভেঙে যায় কোনো- কোনো দিন
চেয়ে দেখি, সত্য নয়
শুধুই তুলনা!
নেই, এই দুঃখ আমি কার কাছে বলি!

চরিত্র বিচার

কেউ কেউ আলো চায় না, চিরদিন এই পৃথিবীকে
মাতৃগর্ভ মনে করে বেঁচে থাকে কলুষ আঁধারে
কেউ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কয়েকটি সনেট যায় লিখে
কেউ বা কুকুর-সম প্রভুর পত্নীর স্নেহ কাড়ে।

অনেক মানুষ শুধু সরল রেখার মতো বোবা
একটিও ইন্দ্রিয় নেই, ষড়রিপু ছোঁয়নি ঘৃণায়
হঠাৎ দেখলে ঠিক মনে হয় পুরুষ-বিধবা;
বহুকাল বেঁচে থেকে একদিন শেষে নিভে যায়
নির্মম হাওয়ার তোড়ে, কিছুদিন ফটো হয়ে বাঁচে
এবং বীজের মতো উত্তরাধিকার, সন্তানের
ধুলো হয়ে ওড়ে শেষে। রক্তের বণিকও আছে ঢের
আমাদের আশেপাশে, প্রেম নেই প্রেমের বিচার নেই
কোনো
শুধু রক্ত বিক্রি করে, খ্যাতি, লোভ ইত্যাকার
বালক ক্রীড়ায়
দাম পায় কানাকড়ি অবশ্যই; আরো আছে, শোনো
কেউ মরে সুস্থ দেহে, কেউ বাঁচে দীর্ঘদিন কুৎসিত পীড়ায়।
আমাকে এদের মধ্যে কোন দলে ফেলবে তুমি জানো–
যা তোমার খুশি!

চাবি

বহু রকমের চাবি-বন্দী হয়ে আছে এই ঘর
দেরাজ, আলমারি, বাক্স, বস্তুর সমস্ত স্পর্ধা

দমন করেছে এই
একটি মাত্র পিতলের কাঠি
মাঝে মাঝে ভাবি আমি, চাবিরও কি প্রাণ আছে নাকি?
বড় তেজী, অভিমানী, ওরা জানে
জীবনের মর্ম ঠিক কিসে
তাই তো অজ্ঞাতবাসে চলে যায় প্রায়শই
অন্ধকারে চুপি চুপি হাসে
যেমন এক একটা চিঠি সভ্যতার মর্মমূলে
বদলে দিতে পারে সব
স্বপ্নের স্থাপত্য।
পরবর্তী আলোড়ন, হুলুস্কুলু-আসলে যা ইন্দ্রিয়ের
ভাত-ঘুম ভাঙা!

মধ্যরাত্রে যেন কেউ বাইরে ডাকে, ভয় হয়,
তবু যেতে হয়
অন্ধকারে পৃথিবী বিশাল হয়ে চুপে শুয়ে আছে
সেখানে দাঁড়িয়ে এক
হাতে-পায়ে শৃঙ্খলিত বিষণ্ন মানুষ
হারিয়ে ফেলেছে সব চাবি
হারিয়ে ফেলেছে সব দাবি
মুখের আদল দেখে চেনা যায়, তবু
মনে হয়, না-চেনাই ভালো!

চায়ের দোকানে

লণ্ডনে আছে লাস্ট বেঞ্চির ভীরু পরিমল,
রথীন এখন সাহিত্যে এক পরমহংস
দীপু তো শুনেছি খুলেছে বিরাট কাগজের কল
এবং পাঁচটা চায়ের বাগানে দশ আনি অংশ
তদুপরি অবসর পেলে হয় স্বদেশসেবক;
আড়াই ডজন আরশোলা ছেড়ে ক্লাস ভেঙেছিল
পাগলা অমল
সে আজ হয়েছে মস্ত অধ্যাপক!
কি ভয়ংকর উজ্জ্বল ছিল সত্যশরণ
সে কেন নিজের কণ্ঠ কাটলো ঝকঝকে ক্ষুরে–
এখনো ছবিটি চোখে ভাসলেই জাগে শিহরন
দূরে চলে যাবে জানতাম, তবু এতখানি দূরে?

গলির চায়ের দোকানে এখন আর কেউ নেই
একদা এখানে সকলে আমরা স্বপ্নে জেগেছিলাম
এক বালিকার প্রণয়ে ডুবেছি এক সাথে মিলে পঞ্চজনেই
আজ এমনকি মনে নেই সেই মেয়েটিরও নাম।

জন্মান্ধের গান

‘যতদিন বাঁচবো যেন দুচোখ খুলেই বেঁচে থাকি’
একজন অন্ধ ভিখারী গান গাইছে। রাসের মেলায়,
তিনজন শহুরে বাবু তুড়ি দিচ্ছে, এবং পোশাকি
হাসি হেসে পয়সা খুঁড়ছে এলোমেলো, নিতান্ত হেলায়।
তারা কিন্তু অন্ধ নয়, চোরা চোখে দেখছে চারদিকে

নধর ডাঁটার মতো ষ্টুড়িটি বেশ, সঙ্গে আছে নাকি
অন্য কেউ? কি সুন্দর পুতুলটা দেখা মাত্র পাঁচ সিকে;
সাঁওতালীরা আয়না কিনছে, সন্ধে নামল, এখনো অনেক রঙ্গ বাকি।

অন্ধ ভিখারীটি ফিরলো গান সেরে, হাটখোলার পাশে তার কুঁড়ে
‘যতদিন বাঁচবো যেন দুচোখ খুলেই বেঁচে থাকি’
শুদ্ধ, পরিশ্রুত এক মিশমিশে আলো তার দুই চক্ষু জুড়ে
উদ্ভাসিত করে দৃশ্যে, প্রান্তর আকাশ, রাত্রি, আঁধার, জোনাকি;
অথবা করে না হয়তো, জন্মান্ধ নিবোধ লোকটা শোনা গান গায় শেখা সুরে
সেইদিন অর্থ বুঝবে, যেদিন কবরে শোবে তিন ফুট কালো মাটি খুঁড়ে।

তোমাকে ছড়িয়ে

জাদুদণ্ড তুলে বললে, এখন বিদায়!
জানালা ঘুরে হাওয়া এলো আলমারির কোণে
ঝোলানো কিরীচ থেকে ঝলসে উঠলো প্রতিহিংসা
শ্রাবণের অপরাহ্নে মহিষের ঘণ্টাধ্বনি মনকে ফেরায়।
আমার চোখের নিচে কালো দাগ, এসে দেখো, কিংবা থাক এখন এসো না
ব্যান্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যত অসহায়
তার চেয়ে কিছু কম, চিঠি হারানোর চেয়ে বেশি
বাদামি দুঃখের ছায়া তোমাকে ছাড়িয়ে ভেসে যায়।

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি বারান্দায়

অহঙ্কার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিয়রে
মাথা রেখে আছো?
তুমি তো আমারই শুধু, দূর থেকে দেখা
শুকনো চুল, ভিজে মুখ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি নারী
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না–
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও। সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

দুই বন্ধু

–কোন দিকে যাবো?
–যেদিকে যখন খুশি, যাসনি দক্ষিণে
–এই মাত্র উত্তর সন্ধান করে ফিরে আসছি
–কে দেখলি?
–একটি রমণী তার হিংস্র নখে মেরে ফেললো
একটি টিয়া পাখি,
পাখির রক্তের মধ্যে
মেশালো দুফোঁটা অশ্রু
তারপর হেসে উঠলো।

–তারপর?
–নির্জনে নাচের সভা শুরু হলো
–সভাসদ কারা?
–কেউ নয় কিংবা
একলা হিজল গাছ, বিরবির নদী
এরাই দেখেছে সেই রমণীর
ছন্দোময় স্তন, ঊরু, রেখার মহিমা

–আর তুই?
–আর আমি?
আদিবাসিনীর সেই অশ্রু মাখা হাসির উল্লাস
পাখিটির রক্ত
এর যেন অন্য কোনো মানে আছে?

–হয়তো রয়েছে।
–এবার বলতো কেন
নিষেধ করলি?
–আমি যা দেখেছি তোকে চাইনি দেখাতে
এক একটা দৃশ্য থাকে
নিজের বুকের মধ্যে কারুকার্য করে রাখা
অন্যের প্রবেশ মানা
সেইটাই সবার কাছে দক্ষিণের প্রবল নিষেধ।

দেখি মৃত্যু

আমি তো মৃত্যুর কাছে যাইনি, একবারও,

তবুও সে কোন ছদ্মবেশে
মাঝে মাঝে দেখা দেয়।
এ কি নিমন্ত্রণ, এ কি সামাজিক লঘু যাওয়া আসা?
হঠাৎ হঠাৎ তার চিঠি পাই, অহংকার
নম্র হয়ে ওঠে
যেমন নদীর পাশে দেখি এক নারী
তার চুল মেলে আছে
চেনা যায় শরীরী সংকেত
অমনি বাতাসে ওড়ে নশ্বরতা
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে?
যখনই সুন্দর কিছু দেখি
যেমন ভোরের বৃষ্টি
অথবা অলিন্দে লঘু পাপ
অথবা স্নেহের মতো শব্দহীন ফুল ফুটে থাকে
দেখি মৃত্যু, দেখি সেই চিঠির লেখক
অহংকার নম্র হয়ে আসে
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে?

নদীর পাশে আমি

নদীটির স্বাস্থ্য ছিল ভালো, এবং সন্ধ্যার আগে
মিশে ছিল ফিকে লাল রং
হঠাৎ বনের পাশে সে আমাকে একটুখানি
চমকে দেয়
যেন সুখে শুয়ে আছে একাকী কিন্নরী

আমি তার রূপের তারিফ করে
বলে উঠি, বাঃ!

এবং নারীর ওষ্ঠে চুম্বন করার মতো
আমি তার জল ছুঁই
চোখে মুখে ঝাপটা দিই
তাকে নিয়ে খেলা করি অত্যন্ত আদরে
দুপাশের গাছপালা এবং আকাশ তার
সাক্ষী হয়ে থাকে।

তবু এর শেষ নেই, এখানেও শেষ নেই,
এই স্বাস্থ্যবতী নদীটিকে
বনের কিনারা থেকে ছাপার অক্ষরে যতক্ষণ
তুলে আনতে না পারি, বা
স্মৃতি থেকে ছন্দ-মিলে গেথে রাখা যায়
ততক্ষণ শান্তি নেই, ততক্ষণ নদীপ্রান্তে নির্বাসিত আমি।

নাম নেই

‘অরুণোদয়ে’র মতো শব্দ আমি বহুদিন
লিখিনি, হয়তো আর
কখনো লিখবো না
এমন সময় মেঘ গুরু গুরু শবদ করে–
এ কি সুদূর-গর্জন নাকি মেঘমন্দ্র?
শব্দের অমেয় নেশা যতখানি অস্থিরতা দিয়েছিল
ততখানি নারীও জানে না

শিহরন শব্দটিতে যে রকম বারবার শিহরন হয়
ভুলে যাওয়া বাল্যস্মৃতি থেকে ফের
উঠে আসে ‘প্রহেলিকা’
বিকেলের চৌরাস্তায় অকস্মাৎসব পথ
এলোমেলো হয়ে যায়
কবিতা লেখার কিংবা না-লেখার দুঃখ এসে
বুক চেপে ধরে
দুঃখ, না দুঃখের মতো অন্য কিছু
যার নাম নেই?

নারী

নাস্তিকেরা তোমায় মানে না, নারী
দীর্গ ঈ-কারের মত তুমি চুল মেলে
বিপ্লবের শত্রু হয়ে আছো!
এমনকি অদৃশ্য তুমি বহু চোখে
কত লোকে নামই শোনেনি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো-

তারা চেনে প্রেমিকা বা সহোদরা
জননী বা জায়া
দুধের দোকানে মেয়ে, কিংবা যারা নাচে গায়
রান্না ঘরে ঘামে
শিশু কোলে চৌরাস্তায় বাড়ায় কঙ্কাল হাত
ফ্রক কিংবা শাড়ী পরে দুঃখের ইস্কুলে যায়

মিস্তিরির পাশে থেকে সিমেন্ট মেশায় কান্না
কৌটো হাতে পরমার্থ চাঁদা তোলে
কৃষকের পান্তা ভাত পৌছে দেয় সূর্য ক্রুদ্ধ হলে
শিয়রের কছে রেখে উপন্যাস দুপুরে ঘুমোয়
এরা সব ঠিকঠাক আছে
এদের সবাই চেনে শয়নে, শরীরে
দুঃখ বা সুখের দিনে অচির সঙ্গিনী!

কিন' নারী? সে কোথায়?
চল্লিশ শতাব্দী ধরে অবক্ষয়ী কবি দল
যাকে নিয়ে এমন মেতেছে?
সে কোথায়? সে কোথায়?
দীর্ঘ ঈ-কারের মত চুল মেলে
সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে?

এই ভিড়ে কেমন গোপন থাকো তুমি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো...

নারী ও শিল্প

ঘুমন্ত নারীকে জাগাবার আগে আমি তাকে দেখি
উদাসীন গ্রীবার ভঙ্গি, শ্লোকের মতন ভুরু
ঠোঁটে স্বপ্ন বিংবা অসমাপ্ত কথা
এ যেন এক নারীর মধ্যে বহু নারী, বিংবা
দর্পণের ঘরে বস

চিবুকের ওপরে এসে পড়েছে চুলের কালো ফিতে
সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না, কেননা আবহমান কাল
থেকে বেণীবন্ধনের বহু উপমা কয়েছে

আঁচল ঈষৎ সরে গেছে বুক থেকে-এর নাম বিস্রস্ত,
এ রকম হয়
পেটের মসৃণ ত্বক, ক্ষীণ চাঁদ নাভি, সায়ার দড়ির গিট
উরুতে শাড়ীর ভাঁজ, রেখার বিচিত্র কোলাহল
পদতল-আল্পনার লক্ষ্মীর ছাপের মতো
এই নারী
নারী ও ঘুমন্ত নারী এক নয়
এই নির্বাক চিত্রটি হতে পারে শিল্প, যদি আমি
ব্যবধান টিক রেখে দৃষ্টিকে সন্ন্যাসী করি
হাতে তুলে খুঁজে আনি মন্ত্রের অক্ষর
তখন নারীকে দেখা নয়, নিজেকে দেখাই
বড় হয়ে ওঠে বলে
নিছক ভদ্রতাবশে নিভিয়ে দিই আলো
তারপর শুরু হয় শিল্পকে ভাঙার এক বিপুল উৎসব
আমি তার ওষ্ঠ ও উরুতে মুখ গুঁজে
জানাই সেই খবর
কালস্রোত সাঁতরে যা কোথাও যায় না।

নারী কিংবা ঘাসফুল

মনোবেদনার রং নীল না বাদামী?

নদীর চরায় আজ ফুটে আছে ঘাসফুল
হলুদ ও সাদা
ওদেরও হৃদয় আছে? অথবা স্বপ্নের বর্ণচ্ছটা
একদিন এই নদী প্রান্তে এসে খুশিতে উজ্জ্বল হই
আবার কখনো আমি এখানেই বিষণ্ন, মন্থর
মুখ নিচু করে আমি প্রশ্ন করি
ঘাসফুল, তুমি কি নারীর মতো
দুঃখ দাও
আনন্দেরও তুমিই প্রতীক?

নিজের আড়ালে

সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে
মানুষ দেখে না
সে খোঁজে ভ্রমর বিংবা
দিগন্তের মেঘের সংসার
আবার বিরক্ত হয়
কতকাল দেখে না আকাশ
কতকাল নদী বা ঝরনায় আর
দেখে না নিজের মুখ
আবর্জনা, আসবাবে বন্দী হয়ে যায়
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে

রমনীর কাছে গিয়ে
বারবার হয়েছে কাঙাল
যেমন বাতাসে থাকে সুগন্ধের ঋণ

বহু বছরের স্মৃতি আবার কখন মুছে যায়
অসম্ভব অভিমান খুন করে পরমা নারীকে
অথবা সে অস্ত্র তোলে নিজেরই বুকের দিকে
ঠিক যেন জন্মান্ধ তখন
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে।।

নিশির ডাক

ছিলাম ঘুমন্ত, কে যেন আমায় নাম ধরে স্পষ্ট ভাবে ডাকলো
তিনবার, শিয়রের খুব কাছ থেকে
ব্যগ্র, চেনা কণ্ঠস্বর–
ধড়মড় করে উঠে বসি, আমি-সমেত শূন্য অন্ধকার ঘর
খোলা জানলার পাশে নিমগাছ
তার পাশে হিম আকাশ!
দরজা খুলে বারান্দাতেও উঁকি মেরে দেখলাম
কোথাও কেউ নেই, বাতাস ও জ্যোৎসার মেশামেশি
পৃথিবী ও পৃথিবী ছাড়িয়ে অশরীরী স্তব্ধতা–
অথচ স্পষ্ট ডাক শুনেছিলাম, চেনা গলা অথচ নাম জানি না।
ফের বিছানায় শুয়েও খাটুকা যায় না।
তবে কি আমারই আত্মা ডেকে উঠেছিল আমাকে
ঘুমের মধ্যে?
অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কোনো একটা জরুরি কথা বলতে চেয়েছিল?
কি?
শুধু ঘুমের মধ্যেই সে কথা বলা যায়?
জেগে উঠে ভুল করেছি?

সব সময় মনে হয়, আমার একটা ক্ষমা চাইবার আছে
কিন্তু অপরাধটা ঠিক চিনতে পারি না।
সব সময় মনে হয়, আমি একটা বিশেষ জরুরি কাজের কথা ভুলে গেছি
অথচ মনে পড়ে না
প্রেমের মধ্যে কোনো ছলনা, অগোচরে কোনো পাপ
বুঝি ঘটে যাচ্ছে যে-কোনো সময়
ঘুমের মধ্যে আমার বিস্মৃতির ওপর থেকে ভেসে আসছিল
সেই কণ্ঠস্বর!
কেন জেগে উঠলাম?

পৃথিবী ও আমি

আমি মরে যাবো, তাই পৃথিবী দুঃখিনী
হয়ে আছে
আকাশ মেঘলা, নেই হওয়া কিংবা
বৃক্ষের শিখরে শিহরন
কেন যাবে, কেন চলে যাবে এই বৃষ্টির বিকেল
ছেড়ে
শূন্য অজানায়
কেউ এই কথা বলে কানে কানে চুপে।
আমি হাসি, দিই না উত্তর
পৃথিবীর সঙ্গে খুব ভালোবাসা ছিল, আর
দু'জনে নিভৃতে কতদিন
মুখোমুখি বসে থেকে,

চোখে রেখে চোখ
দেখেছি সময় আর ইতিহাস, পিঁপড়ের সারি
দেখেছি জয়ের কণ্ঠে বাসি ফুলমালা
আমার প্রেমিকা এই পৃথিবীকে
অত্যন্ত আদরে
এবং স্নেহের সঙ্গে লালন করেছি।
ইদানীং ভয় হয়, পৃথিবীর মুখ দেখে মনে হয়
যেন তার মন ভালো নেই
যেন কোনো গোপন অসুখ তাকে কুরে কুরে খায়
যদি তার মৃত্যু হয়! ভয় হয়!
তার চেয়ে আগে আগে
আমারই তো চলে যাওয়া ভালো!

প্রেমিকা

কবিতা আমার ওষ্ঠ কামড়ে আদর করে
ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিয়ে যায়
ছাদের ঘরে
কবিতা আমার জামার বোতাম ছিঁড়েছে অনেক
হঠাৎ জুতোর পেরেক তোলে!
কবিতাকে আমি ভুলে থাকি যদি
অমনি সে রেগে হঠাৎ আমায়
ডবল ডেকার বাসের সামনে ঠেলে ফেলে দেয়
আমার অসুখে শিয়রের কাছে জেগে বসে থাকে
আমার অসুখ কেড়ে নেওয়া তার প্রিয় খুনসুটি

আমি তাকে যদি
আয়নার মতো
ভেঙ্গে দিতে যাই
সে দেখায় তার নগ্ন শরীর
সে শরীর ছুঁয়ে শান্তি হয় না, বুক জ্বলে যায়
বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়.... .

ভালোবাসার পাশেই

ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে
ওকে আমি কেমন করে যেতে বলি
ও কি কোনো ভদ্রতা মানবে না?
মাঝে মাঝেই চোখ কেড়ে নেয়,
শিউরে ওঠে গা
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

দু'হাত দিয়ে আড়াল করা আলোর শিখাটুকু
যখন তখন কাঁপার মতন তুমি আমার গোপন
তার ভেতরেও ঈর্ষা আছে, রেফের মতন
তীক্ষ্ম ফলা
ছেলেবেলার মতন জেদী
এদিক ওদিক তাকাই তবু মন তো মানে না
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

তোময় আমি আদর করি, পায়ের কাছে লুটোই
সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আগুন নিয়ে খেলি

তবু নিজের বুক পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়
বুক পুড়ে যায়
কেউ তা বোঝে না

ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

ভুল সময়ে

আমি ভুল সময়ে জন্মেছি তাই আমায় কেউ চিনতে পারে না
আমার টেবিল চেয়ারে বসে থাকার কথা ছিল না
আমার জন্মের আগেই পৃথিবীর জঙ্গলগুলো
অভয়ারণ্য হয়ে গেল
সমুদ্র থেকে উপে গেল জলদস্যুরা
পথে জ্বললো আলো, বেজে উঠলো ছুটির নির্দিষ্ট ঘণ্টা।

মাঝে মাঝেই শূন্য হাতে অনুভব করি একটা তলোয়ার
পায়ের তলায় ঘোড়ার রেকাব
পাহাড়ী বাতাসের উল্টো দিকে ছুটে যাবার জন্য
আমার সব রোমকূপ সতর্ক হয়ে ওঠে
সামনে দেখতে পাই দুর্গের চুড়া, যেখানে আমার যাবার কথা ছিল।

আমি ভুল সময়ে জন্মেছি, তাই কিছুই চিনতে পারি না
বেলা বাড়ে, দিন যায়, তবু এ কি ঘোর একাকীত্ব
এইসব শুকনো নদী, পিচ বাঁধানো রাস্তা কিছুই
আমার ভালো লাগে না।
নারীদের কাছে আমি পশুর মতন গন্ধ ওঁকি, তাদের ওষ্ঠ, বুক

ও নাভিলেহন করি, মনে হয়, এ নয়, এ নয়
আমি যাকে চেয়েছিলাম, সে রয়ে গেছে বড় উঁচুতে,
যেন অন্য এক শতাব্দীতে,
সামনে না পেছনে
দিগন্ত একাকার হয়ে যায়, হারিয়ে যায় সব কিছু!

মহতের কাছে

সূর্যকে প্রণাম করছে পর্বত, এ দৃশ্য আমি অন্তত একবার
এ জীবনে দেখে যাবো–লজ্জিত, আভুমিনত বৃহতের কাছে
অন্য এক বৃহত্তর,–দীপ্ত মূর্তি, আশীর্বাদ ভঙ্গিতে উদার
দেখে যেতে সাধ হয়; মনে হয় হয়তো আজও আছে
কোথাও বৃহৎ স্পধর্ম, অতিকায় মহত্ত্ব নিশান–
এই ক্ষুদ্র, নীতিহীন, সরু-চোখ, কালো-ঠোঁট, মানুষের ভিড়ে,
গণ্ডুষ জলের মধ্যে প্রেম-খ্যাতি লোভে মত্ত সফরীর প্রাণ
আকাশের হাওয়া টেনে ঋণী হয়, ঋণ শোধ করে না শরীরে।

সূর্যকে প্রণাম করছে পর্বত, এ দৃশ্য আমি অন্তত একবার
এ জীবনে দেখে যাব,
পুরাণের পৃষ্ঠা ছেড়ে
দৃশ্যমান স্থাবরে জঙ্গমে
যেতে হবে বহু দূর, ভেঙে দিয়ে এই বন্ধ দ্বার
রথের মেলায় কিংবা শস্য ক্ষেতে, যেতে হবে
সুতোকলে, গ্রন্থাগারে,
ত্রিবেণী সঙ্গমে

যে-কোনো গর্বের কাছে, যে-কোনো স্পর্ধার কাছে
দেখে নিতে হবে তার কতটা মহিমা
সামান্য, ক্ষুদ্রের বাসা, এ জীবনে যেন একবার ভাঙে
তারই নিজে হাতে গড়া যতখানি সীমা।

মায়া

মায়া যেন সশরীর, চুপে-চুপে মশারির প্রান্তে এসে
জ্বালছে দেশলাই
ভেতরে ঘুমন্ত আমি-
বাতাস ও নিস্তব্ধতা এখন দর্শক
রাত্রি এত স্নিগ্ধ, এত পরিপূর্ণ, যেন নদী নয়।
স্বপ্ন নয়
স্বয়ং মায়ার হাত আমাকে আদর করে
ঘুম পাড়ালো
আবার কৌতুকে মেতে মশারিতে জ্বালাবে আগুন
সমস্ত জানলা বন্ধ, দরোজায় চাবি
আহা কী মদুর খেলা, সশস্ত্র সুন্দর
আমাকে জাগাও তুমি,
আমাকে দেখতে দিও শুধু।।

মুক্তো

তোমার গলার মুক্তোমালা ছিঁড়ে পড়লো হঠাৎ
এখন আমি খুঁজে চলেছি

একটা একটা মুক্তো যাদের
হারিয়ে যাবার প্রবণতা!
এখানে আলো, ঐ আঁধার
কাঁটার ঝোপ, বহু বাধার
আড়ালে খোঁজে চোখ, যেমন হিংস্রতাকে
খুঁজে ছিলেন এক সন্ত
মাঝে মাঝেই কাচের টুকরো চোখ ধাঁধায়
ওরে ডাহুক, জগৎ এখন তৃপ্ত, তোর
ডাক থামা!

ঘাসের ডগায় বিখ্যাত সেই শিশিরবিন্দু
এই সময়?
ওরা তো কেউ মুক্তো নয়, মুক্তো নয়
উপমা যেমন যুক্তি নয়
তারার অশ্রুপাতের কথাও মনে পড়ে না!
আমি নারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি
চূর্ণ অলক
দুই অপলক চোখের মধ্যে ঐতিহাসিক নীরবতা
আমি খুঁজছি
বুকের কাছে শূন্যতার সামনে হাত কৃতাঞ্জলি
খুঁজে চলেছি, খুঁজে চলেছি...

শরীর

এমন রোদে বেড়িয়ে এলো শরীর

শরীর, তোমার কষ্ট হলো নাকি?
দুঃখ ছিল একটা কানাকড়ির
তাও হারাবার একটুখানি বাকি!

শরীর, তুমি ওষ্ঠ ছুঁয়ে ছিলে
স্বর্গ থেকে এলো বেভুল হাওয়া
চক্ষু এবং নাভির স্পর্শে মিলে
যা পেলে তার নাম কি ছিল পাওয়া?

মেঘলা দিনে কুমারী-মুখ ছায়া
হিজল বনে ভয়-হারানো পাখি
জানলা খোলে মূর্তিমতী মায়া
শরীর, তোমার ঈর্ষা হলো নাকি?

শহরের একটি দৃশ্য

প্রেসার কুকারে সিটি বেজে উঠলো যেই
সঙ্গে সঙ্গে এলো টেলিগ্রাম
বছর দেড়েক ধরে যে ভুগছিল স্যানাটোরিয়ামে
সে আজ সকালে চলে গেছে
বাড়িতে শোকের কালো ছায়া ঠিক নেমে না এলেও
এ মুহূর্ত থেকে কালাশৌচ
প্রেসার কুকার নামলো, দমকা সুগন্ধ, তার ওপরে ছড়ালো
দীর্ঘশ্বাস

কলতলায় হারানের মা তখন বাসন মাজছিল

যার হাজা ধরা হতে সব সময়ে জ্বালা আর জ্বালা
ভাগ্যটা খুললো তারই
সবটা মাংসই ঢেলে অ্যালুমিনিয়াম ডেকচিতে
দেওয়া হলো তাকে উপহার
তবু তার মুখটা গুমোট, যে রকম রোজই থাকে
তার কোনো মতামত নেই।
তখন হাওয়ায় উড়ছে। রাধাকুড়া, জারুলের রঙিন পাপড়ি
কপিং পেন্সিলে আঁকা মেঘের গা ঘেঁষে যায়
একসার হাঁস।

ডেকচিটা হাতে নিয়ে হারানের মা রাস্তায়
বেরিয়ে এসেছে
তাকে আরও এক বাড়ির কাজ সারতে হবে
তার পাশ দিয়ে হেঁটে যায় দুই
যুবক-যুবতী
তাদের নিবিড় হাস্যময়তার মধ্যে আছে
কিন্নরলোকের দৃশ্য
পাশে পার্ক, সেখানে আনন্দে খেলে ঝাঁকঝাঁক দেবশিশু
হাতে হাতে আইসক্রিম, পায়ের তলায় ভাঙে
বাদামের খোসা
ঠিক এই সময়েই ঈথারে হুড়াচ্ছে এক কোকিল কাষ্ঠীর গান
বেদনা-মধুর–

অপর বাড়ির কাজ সারতে লাগলো দেড় ঘণ্টা
ডেকচিটা রাখা রইলো সিঁড়ির তলায়
সেখানে ঘুরঘুর করে ফুটফুটে তিনটে বেড়াল

এ বাড়িতে শিশু নেই, বেড়ালেরা এতই আদুরে
সব সময় খাবারে অরুচি, তারা কিছুই ছোঁয় না
শুধু গন্ধ শোঁকে
মনিবানী দয়াবতী, সন্ধেবোলা পিয়ানো বাজান
এ বাড়িতে ঝি-চাকরও চা খায় দু'বার।

বড় রাস্তা পার হতে একবার হারানের মাকে
যে-গাড়িটা দিলে-দিতে-পারতে চাপা, তার গাঢ়
নীল রং, ঝকঝকে সুন্দর
ভিতরে কুকুর আর প্রভু—সকলি বিদেশী।
সুললিত ঘণ্টা নেড়ে দমকল ছুটে যায়
অনির্দিষ্ট দূরের জগতে
নতুন বাড়ির গন্ধ, বারান্দায় সারি সারি টব
বিবাহ বাসর থেকে ভেসে আসে বিখ্যাত শানাই

রেল-লাইনের পাশে বস্তি, তার মুখটায় জমে আছে
পুরোনো কাদা ও জল, ইট ফেলে পথ
খড়-গোর্বরের গন্ধ, লণ্ঠনের বুক চাপা আলো
অসভ্য মেয়েলি হাসি, এবং ঝগড়ার ঐক্যতান।
হারান হারিয়ে গেছে বহুদিন, নামটাই আছে।
তাছাড়া রয়েছে বেঁচে আরও পাঁচটি এবং বৃদ্ধটি
হঠাৎ বাতাস এসে ধুয়ে গেল আধো অন্ধকার ঘরটাকে
সকলে চেঁচিয়ে উঠলো, কি, কি, কি, কি, কি, কি?
বেশি হুড়োহুড়ি করে দু'জনে আছাড় খায়
তিনজন কাঁদে
সবচে ছোটটি ন্যাংটো, বেশি লোভী, ঢাকা খুলে

ভেতরে হাতটা ডোবাতেই
বুড়ো ধরে তার কান, চুল টানে
অন্যান্য ভায়েরা
যে এনেছে, সে শুধুই চেয়ে দেখে, ক্লান্ত পক্ষিমাতা।

রেশনের সবটুকু আটা মেখে রুটি গড়া হলো
তোলা উনুনের আচে ছ জোড়া চোখের দ্যুতি
অপেক্ষা মানে ন
এ সময় জ্যোৎসা ভেঙেছে বনে, নগরে নিওন
ছবির উৎসব আছে কোনোখানে
কোথাও বা অপ্সরীরা তুলেছে রঙের তীব্র ঝড়
আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ, আছে শান্তি,
অনন্তের দীর্ঘ জেগে থাকা
এরই মধ্যে একবার দাঁড়াও সুন্দর,
এই অন্ধকার ঘরে ক্ষণকাল থেমে যাও
তোমার অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ব্যস্ততা
একবার দেখে যাও তবু
সর্বাঙ্গ সমেত দুটি মুর্গী, চুরি নয়,
প্রকৃত মশলায় রান্না
তার সামনে মেলে থাকা চকচকে উৎসুক কটি চোখ
ক্ষুধার্তমধুর হাসি
জীবনে প্রথমে কিংবা শেষবার, তবু এই মুহূর্তটি
তোমাকে চেয়েছে কাছাকাছি
অন্তত ন্যাংটো ও লোভী শিশুটির কাঁধে হাত
রাখে একবার।

শিল্পী ফিরে চলেছেন

শিল্পী ফিরে চলেছেন, এ কেমন চলে যাওয়া তার?
এমন নদীর ধার ঘেঁষে চলা,
যেখানে অজস্র কাঁটাঝোপ
এবং অদূরে রুক্ষ বালিয়াড়ি,
ওদিকে তো আর পথ নেই
এর নাম ফিরে যাওয়া? এ তো নয় শখের ভ্রশণ
রমণীর আলিঙ্গন ছেড়ে কেন সহসা লাফিয়ে ওঠা-
কপালে কোমল হাত, টেবিলে অনেক সিক্ত টিঠি
কত অসমাপ্ত কাজ, কত হাতছানি
তবু যেন মনে পড়ে মভুল ভাঙাবার বেলা এই মাত্র
পার হয়ে গেল!
বুকে এত ব্যাকুলতা, ওষ্ঠে এত মায়া
তবু ফিরে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে
এর নাম ফিরে যাওয়া? এতো নয় শখের ভ্রমণ
ওদিক তো আর পথ নেই
অচেনা অঞ্চলে কেউ ফেরে? যাওয়া যায়। ফেরে?
এর চেয়ে জলে নামা সহজ ছিল না?
সকলেই বলে দেবে, শিল্পী, আপনি ভুল করেছেন
অতৃপ্ত, দুঃখিত এক বৃহত্তম ভুল।।

শুয়ে আছি

যেন অতিকায় এক সিংহের মতন রূপ,
তার পদতলে
কতদিন কতকাল আমি শুয়ে আছি
জ্বলে চোখ, জ্বলে স্নায়ু, ছেড়ে মাংস, পাশে এক নদী
তার জল ছলচ্ছলে
শোনা যায় নীল গান, কপিশ রঙের স্মৃতি-
এই ভাবে যতকাল বাঁচি ।
কিংবা যেন নারী, তার বিপুল শ্রেণীর ভার, স্তনের উদ্যত গর্ব।
মুক্ত মেখলায়
হঠাৎ সম্মুখে ঝুঁকে স্থিরচিত্র,
এই মূর্তিখানি বহুকাল
আমাকে পায়ের নিচে রেখে হাসে, দিগন্ত দোলায়
খড়্গের মতন ঊরু, নাকি মাটি? শুধুই মাটির ছাঁচ।
পলকে বিভ্রম হয়, চাঁদ কিংবা নাভি
ওপরে তাকাই, কোনো বাণী নেই, আকাশের শান্ত সাদা দাবি।

সব গ্রন্থ শেষ হলে, পুরোনো গ্রন্থের মতো নিসর্গের স্বাদ
জিভ দিয়ে ছোঁয়া যায়, স্পর্শ করে বোঝা যায় এমন বাতাস
মানুষের দিকে ফিরলে চোখে পড়ে মানুষেরই
ধ্রুব পরমাদ
আমিও মানুষ নয়? আয়নার ওপরে আছে আমার নিশ্বাস
আমিও জলের পাশে সিংহ কিংবা রমণীর
পায়ের তলায় শুয়ে আছি

শোনা যায় নীল গান, কপিশ রঙের স্মৃতি এই নিয়ে
যতকাল বাঁচি।

সময় খোলেনি

দরজা খুলেছে, তুমি, সময় খোলেনি
চোখ থেকে খসে গেল শেষ অহঙ্কার
কেন বুক কাঁপে, কেন চক্ষু জ্বালা করে
তারও ইতিহাস আছে, যেমন যৌবন
কাঁটা বনে খুঁজে এলো বিখ্যাত অমিয়
দরজা খুলেছে তুমি-সময় খোলেনি।

আরও কাছাকাছি এলে বুকে লাগে বুক
তোমার উরুর কাছে আমার পৌরুষ
সম্রাটত্ব শেষ করে ভিখারি সেজেছে
এর পরও কথা থাকে, শূন্য প্রতিধ্বনি
যেমন মৃত্যুকে বলে, তিলেক দাঁড়াও!
দরজা খুলেছে তুমি, সময় খোলেনি।

সিংহাসনে ঘুণ পোকা

সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে
কেউ তা শোনেনি
সকলেই ভেবে বসে আছে যেন
রাজ্যপাট আছে ঠিকঠাক

আকাশ রয়েছে ঠিক আকাশেরই মতো
রোদ জল ঝড় নিয়ে সময়ের এত হুড়োহুড়ি
সবই আগেকার মতো, যেমন মানুষ
অকারণে মরে যায়, আবার জন্মায়
এই যে নিশ্চিন্ত সুখ, প্রগাঢ় প্রশান্তি, এর
অলক্ষ্যে আড়ালে
সিংহাসনে ঘূণ পোকা শব্দ করে কির কির কির কির...

স্বর্গের কাছে

কত দূরে বেড়াতে গেলুম, আর একটু দূরেই ছিল স্বর্গ
দু' মিনিটের জন্য দেখা হলো না
হঠাৎ ট্রেন হুইশ্‌ল দেয়
খুচরো পয়সার জন্য ছোটাছুটি
রিটার্ন টিকিটে একটি সই
আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি!
এত কাছে, হাতছানি দেয় স্বর্গের মিনার,
ঘ্রাণ আসে পারিজাতের
ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসবো না?
শরীর উদ্যত হয়েছিল, সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেন
আমায় লুফে নেয়
পাপের সঙ্গীরা-হা-হা-হা-হা করে হাসে
দেখা হলো না, দেখা হলো না, আমার সবঙ্গে এই শব্দ
অস্তিত্বকে অভিমানী করে
আমি স্বর্গ থেকে আবার দূরে সরে যাই!

স্মৃতি

বাল্যকালে একটা ছিল বিষম সুখ
তখন কোনো বাল্যকালের স্মৃতি ছিল না
স্মৃতি আমায় কাঁটার মতন বেঁধে
আমায় নির্জনতায়
চক্ষু বেঁধে ঘোরায়
স্মৃতি আমায় শাসন করে
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন ভাঙায়
আমার কিছু ভালো লাগে না
জন্ম গেল আকণ্ঠ এক
তৃষ্ণা নিয়ে
জন্ম থেকেই কেউ এলো না
বাল্যকালে একটা ছিল বিষম সুখ
তখন কোনো বাল্যকালের স্মৃতি ছিল না...